কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কলেজ সরকারি, শিক্ষক বেসরকারি

শরীফুল আলম সুমন ▷

নতুন করে কলেজ নির্মাণের চেয়ে বেসরকারি কলেজগুলোকেই সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু কলেজ সরকারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্তীকরণবঞ্চিত শিক্ষকদের পাল্লাও ভারী হচ্ছে। গত ছয় বছরে সরকারি হয়েছে ২২টি বেসরকারি কলেজ। এসব কলেজে দেড় শতাধিক শিক্ষক আত্তীকরণ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সরকারি কলেজে চাকরি করেও তাঁরা বেসরকারিই রয়ে গেছেন। এতে জাতীয়করণ করা কলেজগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। সরকারি কলেজ হলেও সেখানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় শিক্ষকদেরই চাকরি করতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একই কলেজে দুই নীতির কারণে শিক্ষকদের মধ্যে মানসিক দূরত্বও তৈরি হচ্ছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে কলেজ সরকারীকরণের উদ্দেশ্য।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের আত্তীকরণ ও পদোন্নতির ব্যাপারে ১৯৮১, ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে তিনটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮১ ও ১৯৯৮ সালে শিক্ষকদের আত্তীকরণে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চাওয়া হয়। অন্য স্তরে তৃতীয় শ্রেণি থাকলেও চলত। কিন্তু ২০০০ সালে সর্বশেষ বিধিমালায় তা পরিবর্তন করে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর থাকলে সব স্তরে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি চাওয়া হয়। আর কেউ যদি পাস কোর্স (ডিগ্রি) পাস করে থাকেন তাহলে তাঁর মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণি চাওয়া হয়। নতুন বিধিমালা অনুযায়ী জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের কাম্য যোগ্যতার ঘাটতি থাকায়ই বঞ্চিত শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে।

কিন্তু বঞ্চিত শিক্ষকরা বলছেন ভিন্ন কথা। ১৫ বছর ধরে কিশোরগঞ্জের জিঞ্জুর রহমান মহিলা কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে চাকরি করছেন মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ। ২০১৩ সালে এ প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলেও তাঁর মতো ৯ জন শিক্ষক আত্তীকরণবঞ্চিত হয়েছেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি পাস কোর্সে ডিগ্রি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ সালে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স করেছি। আমার স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে দ্বিতীয় শ্রেণি। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছি তখন কেন এর কিছু আগে-পরেও ইংরেজি সাহিত্যে কেউ প্রথম বিভাগ পায়নি। অথচ আমার পাস কোর্স থাকায় আমার চাকরি সরকারি করা হয়নি। আত্তীকরণবঞ্চিত হয়ে খুবই অস্বস্তিতে আছি। অন্য শিক্ষকদের সঙ্গেও আমাদের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন এই কলেজের পেছনে শ্রম দেওয়ার পরও এখন চাকরি করাটাই কষ্টকর হয়ে পড়েছে।'

জানা যায়, বেসরকারি কলেজের নিয়োগবিধি অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি চাওয়া হয়; তবে পাস কোর্স থাকলে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণি থাকতে হবে। কিন্তু ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষাদানের জন্য এখনো ডিগ্রি কলেজে অনার্স বা পাস কোর্সের কথা উল্লেখ করা হয় না। শুধু দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চাওয়া হয়। ফলে পাস কোর্সসহ মাস্টার্সে দ্বিতীয় শ্রেণি পাওয়া শিক্ষকদের সরকার এমপিওভুক্ত

- কলেজ সরকারি হলেও ছয় বছরেও সরকারি হয়নি দেড় শতাধিক শিক্ষকের চাকরি
- আত্তীকরণ বিধিমালার সংশোধন চান শিক্ষকরা

বেসরকারি কলেজে নিয়োগ দিলেও জাতীয়করণের ক্ষেত্রে তা বাধার সৃষ্টি করেছে।

সরকার ইতিমধ্যেই প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ সরকারীকরণের ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমানে ৩১৬টি সরকারি কলেজ রয়েছে। তবে ২৭৩টি উপজেলায় এখনো কোনো সরকারি কলেজ নেই। অথচ এসব উপজেলার কলেজগুলোতে অনেক শিক্ষকই রয়েছেন যাঁদের পাস কোর্স সম্পন্ন। এ অবস্থায় এসব কলেজ সরকারি করা হলে আত্তীকরণবঞ্চিত শিক্ষকের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

এসব বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মোল্লা জালাল উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যখন যে কলেজ জাতীয়করণ করা হয় তখন কোন বিধিমালা চলছে সেটাই আমরা বিবেচনা করি। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কাম্য যোগ্যতার ঘাটতি থাকায় কিছু শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা যাচ্ছে না। তবে তাঁদের চাকরির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে যদি তাঁরা শর্ত পূরণ করেন তাহলে তাঁদের চাকরি সরকারীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। নইলে তাঁরা এমপিওভুক্ত হলে সে সুবিধাই পাবেন। আর বিধিমালা পরিবর্তনের বিষয়টি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপার।'

জানা যায়, আত্তীকরণবঞ্চিত সরকারি কলেজ শিক্ষকদের একটি সমিতিও রয়েছে। তাঁরা বিধিমালা পরিবর্তনের ব্যাপারে নানা জায়গায় যোগাযোগ করছেন। এমনকি গত ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিও জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন শিক্ষক এ ব্যাপারে রিট আবেদন করলে হাইকোর্ট তাঁদের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

আত্তীকরণবঞ্চিত শিক্ষকরা বলেন, '২০০০ সালের বিধিমালাকে পাস কাটিয়ে আলাদা একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০০১ সালে ১৮টি মহিলা কলেজের শিক্ষকদের চাকরি সরকারি করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতায়ও ছাড় দেওয়া হয়েছে। এমনকি তৃতীয় শ্রেণি থাকলেও তাঁদের চাকরি সরকারীকরণ হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও সরকার এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে। যেসব শিক্ষক তৃতীয় শ্রেণি পেয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া সম্ভব না হলেও যাঁরা পাস কোর্স করা অথচ সব স্তরেই দ্বিতীয় শ্রেণি রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারের ভাবনা বদলানো উচিত। আর কলেজ সরকারি হলে যাতে সব শিক্ষকের চাকরিই সরকারি হয় সেভাবে আগে থেকেই নিয়োগ দেওয়া উচিত। আর এখন থেকে সরকার প্রজ্ঞাপন করে আবারও সবাইকে জানিয়ে দিতে পারে, যাতে কারো কাম্য যোগ্যতার ঘাটতি থাকলে তিনি তা পূরণে উদ্যোগী হন।'

আত্তীকরণবঞ্চিত শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও বরগুনার বেতাগী সরকারি ডিগ্রি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. হুমায়ন কবির কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৮১ ও ১৯৯৮ থাকাকালীনই আমরা নিয়োগ পাই। অথচ ২০০০ সালের বিধিমালার অধীনে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বঞ্চিতদের বেশির ভাগই পুরনো ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। কেউ বোর্ড পরীক্ষক, মাস্টার ট্রেইনার, প্রধান পরীক্ষক, প্রশ্ন প্রণেতা ও মডারেটর। আমরা আগে ভালো চাকরির সুযোগ পেয়েও শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় এসেছি। আশায় ছিলাম শেষ সময়ে চাকরি সরকারি হওয়ার। কিন্তু কলেজ সরকারি হলেও আমরা কিছু শিক্ষক বঞ্চিত হচ্ছি। সরকারের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে একটা সমাধানে পৌঁছা উচিত।'